প্রথম প্রকাশ :
২৫শে বৈশাখ ১৩৫৯

প্রকাশনায় :
দেববাণী প্রকাশনী
এ/৯, রবীন্দ্রনগর
কলিকাতা-১৮

মুদ্রণে :
তরুণ প্রিন্টার্স
২৯ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ :
দেবু চক্রবর্তী

উৎসর্গ :

জননী ও জন্মভূমিকে

সূচীপত্র

কথা দিচ্ছি

বন্ধুগণ !
অস্ত্র সংবরণ করুন
কথা দিচ্ছি,
আমি পালাব না !
হত্যার আগে
আমাকে একবার শেষবারের মত
আমার এই বধ্যভূমিকে ঘুরে দেখতে দিন ।
যে ভূমি এতদিন
আমার নিজের হাতে বোনা শস্যভূমি ছিল
যে ভূমি আজ আমার অকালে মৃত
প্রিয় পরিজনদের বুকে নিয়ে পাথর হয়েছে ।
যে ভূমিতে আমার জন্মগত অধিকার,
যে ভূমিতে আজ আপনারা
আমার হাতে পায়ে বাঁধন দিয়ে
আমাকে হত্যার জন্য বদ্ধপরিকর
আমার সেই চির প্রিয় জন্মভূমিকে
একবার ঘুরে দেখতে দিন
এবং শেষবারের মত আমায় ঘোষণা করতে দিন
এখানে আমারও বাঁচবার অধিকার ছিল
এবং আপনারা,
আপনারাই আমার সেই অধিকারকে অপহরণ করেছেন.
অস্ত্র সংবরণ করুন বন্ধুগণ !
কথা দিচ্ছি,
আমি পালাব না ।

লজ্জা

যাবার সময় নীলাঞ্জনা বলেছিল—
সে চলে আসবে।
বলেছিল—
আজ না গেলেই নয় ঠাকুমা।
তুমি দেখো, সন্ধ্যের মুখেই ফিরে আসব।
আমি'ত একা নই,
আরো কত লোকইত যাচ্ছে,
কোনো ভয় নেই।
পথঘাট সব চিনি,
তুমি ভাবনা কোরো না।
লাল টাঙাইল শাড়ী জড়িয়ে
বেণী দুলিয়ে বলে গেল
ঠিক ফিরে আসব।

সেদিন সন্ধ্যায় নয়,
গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে
পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত কয়েকজন
নীলাঞ্জনাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল তার বাড়ীর দরজায়।
হ্যারিকেনের আলোয় তার ক্ষতবিক্ষত মুখ আর দেহ দেখে
আঁতকে উঠলো ঠাকুমা।
চীৎকার করে উঠলো—
কারা এমন সর্বনাশ করলিরে বাপ—
ভস্ম হয়ে যা তারা
বাজ পড়ুক তাদের মাথায়! অবিরাম কাঁদতে লাগলো ঠাকুমা।
যারা তাকে এনেছিল
অন্ধকারে তারা তেমনি করে পালিয়ে গেল।

এটুকু বলা হতে না হতেই
চৈত্রের আকাশ অন্ধকার করে ঘনিয়ে এলো মেঘ,
হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া উঠলো হু হু করে
অন্ধকার আকাশের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে
চমকে উঠলো বিদ্যুৎ! সঙ্গে সঙ্গে—
কড় কড় কড়াৎ করে প্রচণ্ড গর্জনে
কাছেই কোথাও বাজ পড়লো।

আমি দেখলাম,
বিশ্বাস কর,
আমি যেন দেখলাম
লালটুকটুকে টাঙাইল পরে নীলাঞ্জনা
চৈত্রের আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত
ছুটে বেড়াচ্ছে মশাল জ্বালিয়ে।
দেখতে দেখতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে এলো,
তারপর—
আমি সেই যে পালিয়ে এসেছি
আর যাইনি ঠাকুমার সামনে।

ঠাকুমা! তুমি কেমন আছ?
তোমার সামনে যেতে
আমার যে লজ্জা করে!

তা যদি না হয়

পৃথিবী বিশ্বস্ত হলে
আমিও লেখাব দাসখৎ।
অন্যথায়
'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'।
অথবা দেবোনা ছেড়ে
কোনো অধিকার।
বাড়ালে বন্ধুর হাত
হে পৃথিবী
আমিও লেখাব দাসখৎ।
তা যদি না হয়
সংগ্রামই সম্বল।

কোন্‌খানে দাঁড়াবে শাশ্বতী ?

ধরো, যদি আজই হঠাৎ সে চলে আসে ?
এইখানে, এই অন্ধকারে
এই লাজ-লজ্জাহীন
মনুষ্যত্বহীন এই বিধ্বস্ত সংসারে
যে এসে অনন্ত এই বেদনার কাল—
শেষ করে পৌঁছে দেবে আনন্দ প্রত্যূষে,
সে যদি হঠাৎ চলে আসে,
কোন্‌ আঙিনায় তাকে ডেকে নেবে তুমি
কোন্‌খানে দাঁড়াবে শাশ্বতী ?

সত্তা আমার

জীবন আছে, আছে জীবন-যন্ত্রণা
দৈনন্দিন পীড়ন আছে অজস্র
প্রত্যহ ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছি, তবুও
পুনরুত্থান ঘটাচ্ছে কার মন্ত্রণা ?
কোন্ পুরোহিত করছে বসে মন্ত্রপাঠ—
বুকের ভিতর ? আর কেউ সে নয় গো নয়
সত্তা আমার এক আমার আত্মা সে
জীবন-যজ্ঞে যুগিয়ে যাচ্ছে হোমের কাঠ।

এই ভালো

এই ভালো এই এমনি ধারা
নিজের মধ্যে নিজে বসে
আপন মনে বাজিয়ে যাওয়া
এ একতারা।

নাইবা বাজল ঝাঁপতাল কি ধ্রুপদ ধামার
বিভাস ললিত বাজাক আপন খেয়াল খুশী
এই ভালো, এই থিতিয়ে যাওয়া ডুবে যাওয়া
যাক বয়ে আজ এই নিভৃতে বহমানা।

জীবন, আমার জীবন। তুমি বহমানা—
নদীর মতই যাও বয়ে যাও আপন মনে।

ইচ্ছা

আমি অনেকদিন
অনেক ধৈর্য্য ধরে
ছিপ নিয়ে বসে থেকেছি জলাশয়ের ধারে
একটা মাছও ধরতে পারিনি !

ঝুড়ি দিয়ে ফাঁদ পেতে ছাদের ওপরে
সারাদিন রোদে পুড়ে সারা হয়েছি
একটা পাখীও ধরতে পারিনি।

রক্ত গোলাপের ডালটার দিকে—
যতবার হাত বাড়িয়েছি
গোলাপের বদলে পেয়েছি
গাঢ় রক্তে রঞ্জিত হাত।

জলাশয় দেখলে তবুও
কিম্বা পাখী, রক্ত গোলাপ
সেই ইচ্ছার বুদ্বুদগুলো রক্তের ভিতর থেকে
ধীরে ধীরে চারিদিক থেকে
আমাকে এখনো কেন ঘেরাও করে ?—

হায়রে ইচ্ছা।
তোর বয়স হল না ?

নীলকণ্ঠি পাখির পালক

নীলকণ্ঠি পাখির পালক রেখোনো তোমার ঘরে।
চৈত্র মাসের উদাস হাওয়ায় উড়িয়ে দিও তাকে।

তোমার বাগান সাজিয়েছ রক্ত গোলাপ দিয়ে
অপরাজিতা নিয়েছি মোর দুই করপুট পুরে,
হীরক, চুনী পরুক তোমার তর্জনী মধ্যমা
আমার হাতে বিষ-জরজর রক্তমুখী নীলা।

ডুব দিয়েছ তুমি অতল সুখের সরসীতে
সুখের স্বপ্নে কাটছে দিবা-রাতের চার প্রহর
যত গরল ঢেলেছে যে যেথায় এ সংসারে
আকণ্ঠ পান করে আমি নীলকণ্ঠি পাখি।

নীলকণ্ঠি পাখির পালক রেখোনা তোমার ঘরে
চৈত্র এলে, উদাস হাওয়ায় উড়িয়ে দিও তাকে।

আজকে কেবল

তোমার হাতে ঢাল তলোয়ার
আমার হাতে সদ্য ফোটা চাঁপা
এই মুহূর্তে যুদ্ধ চাইলে
করজোড়ে চাইব কেবল কৃপা।
বলব, সময় অনেক আছে
আজকে দোহাই, সংগ্রাম থাক প্রিয়!
আর কোনোদিন হবে সে সব
আজকে কেবল চাঁপার গন্ধ নিও।

সোনার পিঞ্জর তবে বানাতাম না

এই যদি ইচ্ছা ছিল
আগে কেন বলিসনি
সোনার পিঞ্জর তবে বানাতাম না।
সাধ ছিল নিঃসঙ্গ এই সংসার জানালায়
যখনি দাঁড়াব এসে মুখোমুখি হব ছ'জনায়,
সুখের দুখের কথা বলে কিছু হাল্কা হব
বড় সাধ ছিল !

না বলে কখন চলে গেলি
কোনো কথা বলা হল না,
এই যদি ইচ্ছা ছিল
আগে কেন বলিসনি
সোনার পিঞ্জর তবে বানাতাম না।

তিক্ত কিছু অভিজ্ঞতা

কিছু কথা আজকে আমার হচ্ছে মনে
বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখা সংগোপনে
কিছু ব্যথার কথা আমার হচ্ছে মনে।
সে সব কথা বলা এখন
সঙ্গত কি সঙ্গত না
এই ভাবনার সময় এখন অন্তত না।
তাই নিভৃতে আজ এসেছি নদীর কাছে
আপনা আপনি সে সব কথা
আসছে উঠে বুকের থেকে গলার কাছে।
বিষ জর্জ্জর ফেনিলতায়
        উপচে পড়ে নীলাভ ব্যথা
উপচে পড়ে যন্ত্রণাময়
        তিক্ত কিছু অভিজ্ঞতা।

তাই নিভৃতে এই দুপুরে
এলাম অনেক রাস্তা ঘুরে
নদীর কাছে, জলের কাছে
বুক পেতে জল নেবে সকল—
বুকের থেকে বেরিয়ে আসা তপ্ত গরল।

এবং তুমিও অবশেষে

এবং তুমিও অবশেষে
উজান হাওয়ার মুখে তরী ফেলে রেখে
দৃশ্যের বাইরে চলে গেছ।

খরতর নদীস্রোত
অবিরাম দুইপাড় ভাঙে আর ভাঙে
সারাদিন সারারাত দিনরাত ধরে
উজান স্রোতের মুখে
তরী ঠেলে ঠেলে
একাকী চলার কোনো কথা ছিল না ত।

এরকমই তবু ঘটে যায়,
যা কিছু হবার কথা ছিল
হল না তা কিছুতে হল না
একাকী আমার এই উজান ঠেলার
কোনো কথা ত ছিল না।

বন্দরের কাল

এইসব ছন্নছাড়া নষ্টামি আর ভালো লাগে না
জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা
নির্জ্জলা অন্যায়।
যে পরিণতি একমাত্র অমোঘ ও অনিবার্য্য
সেই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে'
প্রাণের চূড়ান্ত অপমান।

বন্দরে এসেছ যদি
অকালেই কেন
বন্দরের কাল কর শেষ ?

কোন্ দূরগামী জাহাজের মাস্তুল
তোমাকে অবেলায় ঘাট থেকে নোঙর তুলে নিয়ে
সমুদ্র পাড়ি জমাবার প্রলোভন দেখায় ?

বাগানের সব ফুল

বাগানে সমস্ত ফুল
সূর্য্যমুখী হয়ে ফুটে থাক।
লতা, গুল্ম, তৃণ, সবকিছু
ভরে থাক সূর্য্যমুখী ফুলে।
এরকম ইচ্ছে হলে
এমন কি ক্ষতি আছে কার ?
ইচ্ছেটাত এখনো কারো—
গোলামিতে লেখায়নি নাম ?

সুতরাং
ইচ্ছে করে
বিশ্বাস করো।
আমার ইচ্ছে করে
বাগানের সব ফুল
সূর্য্যমুখী হয়ে ফুটে থাক।

যে যেখানে আছে, থাক

নূপুরের মত যদি
সারাদিন পায়ে পায়ে
ঘোরেত ঘুরুক দুখ
দুঃখ বাজুক
ততক্ষণ দেখে নিই
ততক্ষণ দু'নয়ন ভরে দেখে নিই
যে যেখানে আছে, থাক,
সুখে থাকো, সুখে থাকো সব।
সমস্ত দুয়ারে থাক মঙ্গল কলস
গৃহস্থের নিকোনো উঠোন
উজ্জ্বল হয়ে থাক
লক্ষ্মীর পা আঁকা আলপনায়!
আদিগন্ত বিস্তৃত জগৎ সংসারে
সব গৃহবাসী থাক
জীবনের আনন্দ উৎসবে!

পায়ে পায়ে সারাদিন
সারাদিন পায়ে পায়ে
নূপুরের মত যদি
ঘোরেত ঘুরুক দুখ
দুঃখ বাজুক
ততক্ষণ দেখে নিই
ততক্ষণ দু'নয়ন ভরে দেখে নিই
যে যেখানে আছে থাক
সুখে থাক
সুখে থাক সর্ব চরাচর।

অমল হাসির ফুল ফোটানো

ঘর ছাপিয়ে উপচে পড়ে কলহাস্য
ঘরের ভিতর নিকষ কালো অন্ধকারে—
কারা হাসে ? বাইরে থেকে যায়না দেখা
কজন তারা ? গেরস্থালী কেমন তাদের ?

নিতান্ত সে আটপৌরে ঘরকন্যা
খোড়োচালের সামান্য ঘর, মাটির দেয়াল,
ভাঙাচোরা বাসন-কোসন জড়ো করা—
মাটির দাওয়ায়, কুয়োতলায় বালতি দড়ি।

চাঁদের আলোয় বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখি
নিতান্ত এই আটপৌরে ঘর ছাপিয়ে
সব দুঃখের বেড়া ভেঙে উপচে পড়ে
অমল সুখের ফুল ফোটানোর বিমল হাসি !

নিজস্ব এক স্বপ্ন

ভাবতে কি দোষ ? এখন আমি রাজেন্দ্রানী
এটা আমার নিজস্ব এক স্বপ্ন প্রদোষ,
এই প্রদোষে লক্ষ হীরার সিংহাসনে
রাজদণ্ড হস্তে বসে বীরেন্দ্রানী !

একটি মাত্র মন্ত্রে এখন উড়িয়ে দেবো
আসমুদ্র হিমাচলের যত ধুলো
ধুলোই হবে সোনা, সোনার বৃষ্টি হবে।
কারণ, এটা আমারই এক স্বপ্ন-প্রদোষ।

সোনার বৃষ্টি ঝরছে সিন্ধু উপত্যকায়
মন্ত্র বলে দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্রানীর,
অমৃতস্য পুত্ররা কেউ বুভুক্ষু নয়,
তাদের দু'চোখ জ্বলছে প্রভাত সূর্য্যালোকে।

ভাবতে কি দোষ পরাক্রান্ত মহারাণীর
অশ্ব ছোটে লক্ষ্যে প্রবল পরাক্রমে
কারণ, এটা আমারই এক স্বপ্ন-প্রদোষ,
মন্ত্রে আমার ধূলোয় সোনার বৃষ্টি হবে।

নির্বাসন দিওনা আমায়

নির্জনতা চেয়েছি বলে
নির্বাসন দিওনা আমায়।
গাছ, ফুল, নদী, পাখী, মৌসুমী সমীর,
মানুষ এবং এই মানুষের অনুষঙ্গ—
আমি চিরদিন ভালোবাসি।
একাকী নির্জনবাস
তবু মাঝে মাঝে আমাকে প্রলুব্ধ করে
বেলা অবেলায় তাই
মানস-সরসী তীরে নির্জনে একা
সুখ দুঃখ নিয়ে খেলা করি।
তাই বলে' ভুল করে
নিজগৃহে পরবাসী কোরোনা আমায়
নির্বাসন দিওনা আমাকে।

মন-সরসীতে

মায়াবী দিনের কথা
ছায়া ছায়া মনে হয় শুধু।
তবুও যেহেতু স্মৃতি
প্রায়শঃই ভেসে ওঠে মন-সরসীতে
সেহেতু এখনো
মায়া লেগে থাকে সেই—
ঝলমলে স্মৃতির সুখময় কোমল শরীরে।
আলো ঝলমলে এক কৃষ্ণচূড়া গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল,
তারই উজ্জ্বল আভা
পড়ে এসে নিকটের পাতার কুটীরে ;
সেখানে আনন্দময় নিটোল সংসারে
প্রত্যহ প্রভাতে-সাঁঝে
নহবতে বেজে ওঠে ভৈঁরো, পূরবী !
এইভাবে কাটে দিন
রাত কাটে জীবনের উৎসব-আমেজে।......

ভেসে ওঠে !
আলো-ঝলমলে, এই—
নিপুণ, নিখুঁৎ ছবি
ভেসে ওঠে মন-সরসীতে।
বড় মায়া লাগে !
বুকের গভীর থেকে নিবিড় আচ্ছন্ন মায়া
লাগে এই মায়াবী স্মৃতিতে......

মুছে গিয়ে তবুও মোছেনা
মায়াবী দিনের কথা
স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকে মন-সরসীতে।

জন্মভূমিকে

স্বর্গাদপী গরিয়সী জন্মভূমি, মা আমার!
বুঝিনিত আগে
নিতান্ত নির্বোধ কিছু অক্ষম মানুষ
স্বপ্নের ঘোরে থেকে সমস্ত জীবন
বৃথা কষ্ট করে,
বৃথা আগুনের তাপে
ভস্মে ঢা'লে ঘি!
স্বপ্নাবেশে আচ্ছন্ন মন
অন্ধকারে বেনে বনে মুক্তো ছড়ায়!
নিতান্ত হাস্যকর
ছেলে মানুষের ছেলেখেলা,
তবু যতদিন
অন্যমনে খেলায় নিমগ্ন থাকে
ততদিনই ভালো,
ততদিন ভালো শকুনের
যতদিন শহরে গ্রামে
দুর্ভিক্ষে মারীতে মরে' কাতারে কাতারে
পথে পথে পড়ে থাকে মৃত মানুষের পচা শব।
স্বপ্ন ত দেখেছে অনেকে,
কি পেয়েছে ফল?
স্বপ্ন দেখে ক্ষুদিরাম গিয়েছে ফাঁসীতে।
শিকল ভাঙার স্বপ্নে যারা
আজীবন উজাড় করে
ঢেলে গেছে বুকের শোণিত—
শোণিতের মূল্যে তারা
পেয়েছে অন্তহীন

অবহেলা, অবিচার,
অকৃতজ্ঞ দেশ।
অনায়াসে লাঞ্ছনার, যন্ত্রণার দিন
দিয়েছে তাদের হাতে তুলে।
সব স্বপ্ন ব্যর্থ করে ধূর্ত্ত শেয়ালেরা
প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে যে যার গুহায়।
এখানে আসবে সুদিন
অশোক, পলাশ কৃষ্ণচূড়া
ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে
বসন্তের নবীন উল্লাসে।
যৌবন হবেনা শেষ
অকাল মারীতে,
ঘরে ঘরে নবান্নের
গন্ধবহ বাতাসে বাতাসে
ভরে থাকবে দিবানিশি সমস্ত প্রহর।
এ স্বপ্ন অনেকে দেখেছে।
এ স্বপ্ন এখনো দেখে
এ মাটির কিছু কিছু লোভাতুর মন,
জন্মভূমি, মা আমার
তারা ত জানেনা
মৃত্যুর ফাঁদ পেতে চিরদিন বসে থাকবে
তোমাব কুপুত্র যত
শয়তান জহ্লাদ,
নখে দন্তে শান দিয়ে
এইসব নরখাদকেরা
মানুষের স্বপ্ন ভেঙে দেবে।
এখানে স্বপ্ন দেখা বৃথা

যতদিন এইসব ভণ্ড সন্ন্যাসীরা
লোটা-কমণ্ডলু হাতে
মানুষের সংসারে ঢেলে যাবে বিষ
সব সুধা শুষে নিয়ে
ছড়াবে গরল
ততদিন বৃথা,
ততদিন অন্য কোনো স্বপ্ন দেখা বৃথা।
দিবারাত্রি ততদিন ঘুমে-জাগরণে
বলিষ্ঠ রাখা শুধু আপন চেতনা
যেকোনো মুহূর্ত্তে যদি
সংগ্রাম বাধে
এইসব ছদ্মবেশী বাঘ-মানুষের সাথে
আমারে স্বদেশ যেন শুচি স্নান করে
এই ধূর্ত্ত, কপট যত ভেকধারী
নপুংশক জীবের রুধিরে

সেই মেয়েটি

এলোকেশী সে মেয়েকে দেখলাম
জ্বলন্ত আগুনের ভেতর পা ফেলে ফেলে হাঁটছে
হাঁটছেত হাঁটছেই..........
পাহাড় পর্ব্বত ডিঙিয়ে, সাগর অরণ্য পেরিয়ে
কাল থেকে কালান্তরে হাঁটছে।
চলতে চলতে দেখলাম
বোশেখী ঝড়ের মত হাততালি দিয়ে
সে মেয়ে—
হা-হা-হা করে হাসছে
হাসছেত হাসছেই .... .
হাসতে হাসতে পথ পরিক্রমায়
ফোটাচ্ছে মুক্তির ফুল
অন্ধকারের কুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে।
এপারে, ওপারে
নগরে প্রান্তরে
এশিয়ায়, আফ্রিকায় দেশে দেশান্তরে
তারি পদধ্বনি
আমি দিবারাত্রি
কান পেতে শুনি।

স্বর্ণ-কমল

স্বর্ণ-কমল ছিঁড়তে বাড়াই হাত
স্বচ্ছশীতল মানস-সরোবরে,
ডুবছি কেবল ডুবছি অতল গভীরে
দীর্ঘতর হচ্ছে দিবা রাত।
আবাল্য এই সরোবরের তীরে
ঘুরে ফিরে এসেছি বার বার
অতল গভীর শীতল কালো নীরে
নাগাল তাহার পাইনিরে পাইনিরে

এই অন্ধকারে

দীর্ঘতর আঁধারের ছায়া যতই গভীরতর হোক
বয়ে যাবে সময়ের স্রোত,
সময়ত আঁধারেই থেমে থাকবে না ?
এই অন্ধকার
ক্রমশঃ যতই ঘনীভূত হোক
যে কোনো মুহূর্ত্তে জেনো
প্রভাতের রং লাগতে পারে,
আলোকে বরণ করতে শঙ্খ বাজাবার
সময় আসতে পারে।
সুতরাং, এসো—
তপস্যায় ব্রতী হই যতির মতন
সবাই একাত্ম হই
অন্ধকার সময়ের তীরে॥

মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ !

অনেক কিছুইত করলেন বাবুমশায়রা !
এবার অনুগ্রহ করে একটা কাজ করুন,
আমরা কৃতার্থ হই !
লজ্জায়, ঘেন্নায় এতদিন চুপি চুপি বলেছি
লজ্জার মাথা খেয়ে
এবার চীৎকার করে বলছি
ট্রামে-বাসে-ট্রেনে
অফিসে-আদালতে
রাজপথে, গলিঘুঁজিতে
শ্মশানে, কবরখানায়, কেয়ার টেকারের ঘরে
অবাধ ধর্ষণের পাইকারি বাজার বন্ধ করুন…
এবার, বাবুমশায়রা, এটা করুন।
বরাহ সন্তানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে
'মানব-মুখোস' পরে, তারা—
আমাদের দেখাচ্ছে ছৌ নাচ।

মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ,
কথাটা ভেবে দেখুন।

কালাদিবস

সবাই এসে দাঁড়াও নীল আকাশের নীচে।
এই দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে
জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে
পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষ
সম্মিলিত কণ্ঠে সোচ্চার হও,
বল,—অতীতের সেই দিনটি
যেদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি
যেদিন হিরোশিমা নাগাসাকি মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছিল,
পৃথিবীর ইতিহাসের, মানুষের ইতিহাসের—
সেই চরমতম কলঙ্কের দিনটি
চিরদিনের জন্য
কালাদিবস বলে ঘোষিত হোক।
এই কলঙ্কের এক ফোঁটাও যেন
মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গায়ে না লাগে।
আর····· লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলিত কণ্ঠের
সেই সঙ্গীত হোক
আমাদের মহাসঙ্গীত।

হৃদয়-স্রোতস্বিনী

প্রতিদিন যত আমি
বিক্ষত হই বেদনায়
যত আমি প্রতিদিন ক্রুশবিদ্ধ হই
ক্ষমাহীন পীড়নের তপ্ত যন্ত্রণায়
হৃদয়-স্রোতস্বিনী তত প্রবাহিত হয়
ঐশ্বরিক করুণাধারায়
যন্ত্রণাকাতর মুখ রূপান্তরিত হয়
পরমেশ্বরী মহিমায়।

কে বা জানে ?

কে বা জানে
সময়ের কোন্ লগ্নে কে—
কার কাছে হয়ে যাবে
ত্রাণকর্ত্তা যীশুর মতন
নিভৃতে কখন কে বা
কার অন্তরে
হয়ে যাবে অরূপ রতন ?

অহল্যার প্রার্থনা

অহরহ বুকের ভিতরে
করুণ, করুণ সুরে
        স্তব ঝরে পড়ে।
পাষাণী অহল্যা আজও প্রার্থনা করে
'মুক্তি দাও, হে সময়, হে বধির কাল !
নির্বিচার পীড়নের, হীনতার গভীর তিমিরে
আসমুদ্র হিমাচল এদেশের—
অভিশপ্ত কোটি অহল্যারা
আমারি বুকের মধ্যে প্রার্থনা করে আজও
হে সময় ত্বরান্বিত কর
রামচন্দ্র-লগ্নের পরশে
নামুক পাষাণভার
            অবমানার—
সব অন্ধকার ছিঁড়ে
মুক্তি দাও অভিশপ্ত কোটি অহল্যার।

একটি দুঃখ

অনেক সুখের মধ্যে আমার
একটা দুঃখ রয়েই গেল
এই আমিই যে চিনেছিলাম—
তোমায়, সেটা অগোছালো—
দিন যাপনের ফাঁক-ফোকরে
কেমন করে হারিয়ে গেল
তা কি আজও বোঝা গেল,
দুঃখটা তাই রয়েই গেল ?

এই যে দুঃখ, হার হয়ে সে
দিবারাত্র কণ্ঠ আমার জড়িয়ে আছে
আনন্দে নয়, উৎসবে নয়
কোথাও নয়, কখ্‌খনো নয়
সবকিছুকে ছিঁড়েখুঁড়ে এলোমেলো—
করতে করতে সে দুঃখটা
রয়েই গেল।

জীবন

শান্তি সবাই চায়, তুমি, আমি, আমরা সবাই
আমি তবু বলি, যুদ্ধই শ্রেয়ঃ,
যুদ্ধ চলুক
যতদিনই ধরেই হোক।
দু'হাত উপরে তুলে
বশ্যতা স্বীকার ? কিছুতেই নয়।
তার চেয়ে আজীবন দাঁতে দাঁত চেপে
সংগ্রামকে সঙ্গী করে নাও।
কারণ নিশ্চিত জেনো
এ মাটিতে কাপুরুষের
বিন্দুমাত্র অধিকার নেই।
জীবনকে ভালোবেসে
জীবন-সংগ্রামে যারা প্রতিজ্ঞায় স্থির
কেবল তাদেরি থাক
বাঁচবার অক্ষয় অধিকার

কাল যদি—

কাল যদি শেষ হয় আয়ু
শোধ করে যাই সব দেনা
কাল যদি নাই দেখা হয়
দেখে নিই যত মুখ চেনা

কাল যদি এই ভাঙা ঘর
একেবারে ভেঙে শেষ হয়
একবার এসো আজ ঘরে
আর যদি আসা নাই হয় ?

যদি কাল এই নাটকের
পালা হয় শেষ রজনীর,
আজ তবে সন্ধ্যায় হোক
শেষ দেখা বধূ-সজনীর।

দুরন্ত এই প্রাণ !

দুরন্ত এই বৈশাখী প্রাণ
যুগ থেকে যুগে ছোটে
কালের ঝুলির চুণি পান্নাকে লোটে।
পাহাড়ে, সাগরে, তারায় তারায়
রাজপথে আর বন্ধ কারায়
দুরন্ত হাত দু'হাত বাড়ায়
তবে না সূর্য্য ওঠে
সপ্তর্ষির শিরে তবেই না
আজও ধ্রুবতারা ওঠে !

ষ্টিল্ লাইফ্

রজনীগন্ধা রয়েছে ফুলদানীতে
ধূপ পুড়ে গেছে, ধূপদানী ছাইভরা
খোলা জানালায় পর্দা উড়ছে হাওয়ায়,
টেবিলের নীচে একজোড়া চটি জুতো।

যেমন তেমন বিছানায় ধূলোভরা
তাকভরা বই পড়ে আছে অগোছালো
আলনায় ভরা জামা কাপড়ের স্তূপ,
অবহেলা মেখে রয়েছে অনাদৃত।

তালা দেয়া দোর ফাঁক করে উঁকি দিই
যার এ রাজ্য, সে আর এখানে নেই,
হু হু হাওয়া এসে তুলে যায় হাহাকার
স্থির হয়ে আছে স্মৃতি বিজড়িত ঘর।

বিশ্বাস

মুক্ত কণ্ঠে বলছি এখন
জয় আমাদের হবেই হবে
সেই কথাটিই জানিয়ে গেলাম—
তোমরা এসো জয়োৎসবে।

হারবে, যারা অবিরত—
ভেদাভেদের তুলছ পাহাড়
হারবে যারা রক্তলোলুপ
জগৎটাকে করছ সাবাড়।

আমরা শুধু আপোষবিহীন
সংগ্রামী এই কঠিন যুদ্ধে
আমরা পরম বিশ্বাসী সেই—
পিতৃপুরুষ অশোক বুদ্ধে।

একটি জিজ্ঞাসা

এত সব দেখে শুনে
এবার কোন মহা সৃষ্টির কথা ভাবতে বসেছ কবি ?
এই অগ্নিক্ষরা মুহূর্তে
তুমি কি অবগাহন করে এসেছ—
আসমুদ্র হিমাচলের
সমস্ত দুঃখী মানুষের অশ্রুসলিলে ?
পতন অভ্যুদয়ের এই মহা সন্ধিক্ষণে
কোন্ মন্ত্রোচ্চারণে শুরু করবে—
সেই মহাকাব্য,
কি দেবে তার নাম ?

শেষ প্রার্থনা

মানুষের কাছে এখন আমার শেষ প্রার্থনা,
সে প্রার্থনা, যুদ্ধ বন্ধের জন্য, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জন্য,
বিশ্ব-শান্তির জন্য প্রার্থনা।
আমার বিনীত অনুরোধ, হে মানুষ !
বাতাসকে আর বিষাক্ত কোরোনা,
জলকে গরলে পরিণত কোরোনা
মাটিকে কোরোনা অনুর্বর, বন্ধ্যা।
যদি শুধু বিধ্বংসী মারণ-যজ্ঞই একমাত্র পরিণতি হয়
তবে পৃথিবীর সব গবেষণাগার অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাক্।
কোনো বৈজ্ঞানিক যেন ভুলেও
কোনো আবিষ্কারের কাজে
আপন ধীশক্তিকে নিয়োজিত না করেন।